Armed Forces Day 2008

Special Supplement

Sponsored by Armed Forces Division

Designed by The New Ad Museum

রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০০৮ উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় জীবনে আমাদের অহংকার। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্ন হতেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ শত্রু সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। অকুতোভয় সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যই সেদিন দেশমাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেন। এ দিবসে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদত বরণ করেছেন। এ দিবসে আমি তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

ROLE OF ARMED FORCES IN DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE

Lt Cdr A A Maksus, (TAS), psc, BN

Bangladesh is prone to natural disaster of various types and forms due to its geographic location, dense population and the phenomenon of global warming. In particular, our coastal areas are susceptible to natural disaster caused by cyclone and tidal surge due to the very shape of our southern coast which tends to draw in and intensify cyclonic storms to a great extent. Because of the severe intensity and frequency of the disasters, the resilient people of Bangladesh by now have learnt how to live with natural calamities. At the same time, the Government has made considerable progress in disaster management which is already recognized and praised by the world community. This includes pre-disaster preventive measures, emergency response during disaster and post-disaster rehabilitation.

Since independence, Bangladesh Armed Forces have participated in all major disaster management within the country and stood beside the disaster affected people whenever called for. Bangladesh Armed Forces have also responded to the calls of friendly countries and made significant contribution in disaster management efforts well beyond its border.

Overview of Disaster Management System In Bangladesh

'Standing Orders on Disaster', published by the Ministry of Food and Disaster Management (MOFDM) in January 1997, delineates the organisations and role and responsibility of all government agencies associated with disaster management. Bangladesh has two tiers of national committees which deal with the disaster management at national level. These are National Disaster Management Council (NDMC) and Inter Ministerial Disaster Management Coordination Committee (IMDMCC). Hon'ble Prime Minister/Chief Advisor heads this council. This council is composed of 30 members from all relevant Govt/Non-govt agencies. Chief of Staffs of all three services and Principal Staff Officer, Armed Forces Division (AFD) are members of this council.

Control and Coordination by Armed Forces

Ministry of Food and Disaster Management requests AFD to deploy the Armed Forces for disaster management. At times, considering the nature of disaster, other concerned Ministries may also request for the Armed Forces' support. AFD in turn obtains approval of Hon'ble President/Prime Minister and issues Government Order to the Services to effect the deployment. Services headquarters control and coordinate the activities of respective services through formations, flotillas and bases. AFD also maintains contact with concerned Ministries, Directorates, Bureau, NGOs and Donor Agencies related with disaster management.

Armed Forces' Involvement in Disaster Management at National Level

Bangladesh Armed Forces actively took part in all the disaster management activities at the national level and responded promptly in the event of national emergencies whenever called for. Some of the major involvements in recent past are highlighted below:

Deployment during Cyclone 1991. The deadly cyclone of 29 April 1991, left the south eastern coast of Bangladesh completely devastated killing 1,38,882 people. Bangladesh Armed Forces were deployed on 30 April 1991. Army alone established 66 temporary camps in the affected areas, involving 03 infantry divisions with approximately 6,000 personnel. Bangladesh Navy (BN) deployed 15 ships with about 1000 sailors who worked day and night to provide emergency assistance to the affected people. Bangladesh Air Force (BAF) employed 12 of their helicopters and 2 x AN-32 transport aircraft for this relief operations.

Deployment during Flood 1998. The flood of 1998 caused enormous sufferings to the people and damaged crops and most of the basic infrastructure of the country. 33 Millions people of 50 districts were affected by this prolonged and devastating flood. The Armed Forces were deployed extensively all over the country and that included 4820 army men, 4 BN ships and 57 air sorties by BAF.

Rescue Operation at Savar. Spectrum Sweater Factory, a 9-storied building collapsed on night 10/11 April 2005 at around 0100 hours. Bangladesh Army was assigned with the task of rescuing the survivors, removing the dead bodies and clearing the debris. This was altogether a new experience which involved massive works where a good number of heavy equipment and plants had to be employed for rescue and recovery.

(See Supplement Back Page)

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৮ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭১ সালে ২১শে নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর উপর সর্বপ্রথম সম্মিলিত ও সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর শত্রু সেনাদের পরাজয় নিশ্চিত হয় এবং আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। সম্মিলিত আক্রমণের প্রেরণার এই দিবসটি আমাদের জাতির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল বীর সদস্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। যুদ্ধাহত মুক্তিসেনাদের জানাই গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সকল বীর সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিবাদন।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁরা বেসামরিক প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। সাম্প্রতিককালে স্বল্পসময়ে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী এবং চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করে সশস্ত্র বাহিনী সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি দমন এবং বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতা করে আসছেন। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান আজ অন্যান্য দেশের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। আমি তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্যের ধারা ভবিষ্যতেও সমুন্নত থাকবে। এ মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

সেনাবাহিনী প্রধান

বাণী

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একুশে নভেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দেশের যে কোন প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট হতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এর প্রতিটি সদস্য নির্ভিকচিত্তে আত্মত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত। দেশ সেবার এ মহান ব্রতে নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে প্রতি বছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের অনুপ্রাণিত করে। মহতী এ দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর আমাদের তিন বাহিনীর বীর সেনানীরা দখলদার বাহিনীর উপর সম্মিলিত আক্রমণ শাণিত করে, ফলশ্রুতিতে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকৃত অকুতোভয় এইসব বীর শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান হওয়ার মাঝেই মহতী এই দিনের তাৎপর্য নিহিত। এই মহান দিনে আমি সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা শুধু স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হিসেবেই নয়, দেশের আপদকালীন বন্ধু হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংঘাতময় এক নাজুক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর বলিষ্ঠ উপস্থিতির কারণেই দেশ আজ প্রতিশ্রুতিময় এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি। সেই প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে আমরা সরকার ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। আমি নিশ্চিত, একুশে নভেম্বরের চেতনা আমাদের বিপদসঙ্কুল এ পথে দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগাবে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশ, জাতি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আজ নিবেদিতপ্রাণ। জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। আমাদের অকুতোভয় সেনানীরা জাতীয় যেকোন কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সৈনিকসুলভ মনোভাব সুসংহত করবে এবং সেনাবাহিনী তথা জাতীয় ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দৃপ্ত পদভারে সম্মুখে এগিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।
আমিন।

মইন উ আহমেদ
জেনারেল

নৌবাহিনী প্রধান

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন এবং আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার এক অনন্য উৎস। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা আপামর দেশপ্রেমিক জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সমন্বিত আক্রমণের ফলশ্রুতিতেই ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এবং অর্জিত হয় রক্তস্নাত স্বাধীনতা। তাই সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সর্বস্তরের জনগণের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে স্বাধীনতার পর থেকেই বর্ষ পরিক্রমায় আজকের এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। মহান এ দিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত মহান ব্রতে আমরা প্রতিবছরই সংকল্পবদ্ধ হই। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে 'ক্রোড়পত্র' প্রকাশের মাধ্যমে মহিমান্বিত এ দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য জাতির কাছে উপস্থাপন করবার এ মহতী প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

কালের আবর্তনে এবং চাহিদার প্রেক্ষিতেই আজ আমাদের প্রিয় সশস্ত্র বাহিনী একটি বলিষ্ঠ, সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ দেশ গঠন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের আওতায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় পরিচয়পত্র তথা ভোটার আইডি কার্ড প্রস্তুতের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং গৌরবদীপ্ত কর্মকাণ্ড আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আজ বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

ঐতিহাসিক এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের কথা, যাঁদের সীমাহীন দেশপ্রেম আর নিঃস্বার্থ ত্যাগ আমাদের দিয়েছে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সম্মান ও গৌরব। আজ এ মাহেন্দ্রক্ষণে, আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এবং একই সাথে যুদ্ধাহতসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শই হোক আমাদের সকল কাজের অনুপ্রেরণা। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। আমিন

সরওয়ার জাহান নিজাম
ভাইস এডমিরাল

বিমান বাহিনী প্রধান

বাণী

২১ নভেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ত্যাগের মহিমা আর গৌরবগাথায় সমুজ্জ্বল একটি দিন। ১৯৭১ এর মহান মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল এ দিনটিতে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সেনানীরা মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত দেশের আপামর জনগণের সাথে এক হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রগাঢ় দেশপ্রেম আর আত্মশক্তিতে বলীয়ান এ সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। অর্জিত হয় স্বাধীনতা- জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল দিন।

আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আজকের এই মহান দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদেরকে-যাঁদের ত্যাগ আর তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমাদের এই লাল সবুজ পতাকার মান সমুন্নত রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধারা যে বীরত্বগাথা রচনা করে গিয়েছেন- তা অনাদিকাল ধরে তাঁদের উত্তরসূরিদের দেশের যেকোন ক্রান্তিলগ্নে নিজেকে বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করবে। মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আজকের এই দিনে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ বীর সেনানীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র বাহিনী দিবস এক বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত দিন হিসেবে স্বীকৃত। আর এ দিনের সঞ্চিত প্রেরণা আমাদের যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃপ্ত শপথে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমীন আমাদের সহায় হোন।

শাহ মোঃ জিয়াউর রহমান
এয়ার মার্শাল